অমর চিত্র কথা

নং ৩৬২ টা. ৪/-

জাতকের গল্প

অমূল্য রতন

Indraindrajal.blogspot.in

অমর চিত্র কথা

সম্পাদক
অনন্ত পাই

বিবরণ
যজ্ঞ শর্মা
চিত্রশিল্পী
রাম ওয়াঙ্গেরকর
শিল্প উপদেষ্টা
রাম ওয়াঙ্গেরকর
ভাষান্তর
অমিতাভ দেব
বর্ণলিপি
দেবব্রত
প্রস্তুতি
গোবিন্দ কোটয়ানী

*

প্রকাশনায়ঃ
এইচ. জি. মীরচন্দানী
আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ,
মহালক্ষ্মী চেম্বার্স
ভুলাভাই দেশাই রোড,
বোম্বে ৪০০ ০২৬—এর পক্ষে
এবং তাঁর দ্বারা আই. বি.
এইচ. প্রিন্টার্স মারোল নাকা,
মথুরাদাস ভীষানজী রোড,
বোম্বে ৪০০ ০৫৯ থেকে মুদ্রিত।
© আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ, বোম্বে ৪০০ ০২৬
দ্বারা সবস্বত্ব সংরক্ষিত, ১৯৮৪।
বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশকঃ
উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোনঃ ৩৪-৮০৪৩

অমূল্য রত্ন

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, প্রানীমাত্রেই মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয়ে থাকে। মহাপ্রাণ বুদ্ধও এর ব্যাতিক্রম নন। কথিত আছে, বুদ্ধত্ব লাভ ও সেইসঙ্গে মানুষকে রোগ, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে বোধিসত্ত্বরূপে বার বার জন্মগ্রহন করেন। নানা রূপে জন্ম হয় বোধিসত্ত্বের, কোন জন্মে বানর, কোন জন্মে হরিণ, কোন জন্মে হাতি, কোন জন্মে বা সিংহ। জ্ঞান, ক্ষমা, মৈত্রী ও সদভাবনার বানী প্রচার করে গিয়েছেন তিনি।

এই গল্পগুলি প্রাচীন ভারতের লোককথা, লোকগাথা ও উপকথার ওপর ভিত্তি করে রচিত। গল্পগুলির সঠিক সন তারিখ নির্দেশ করতে না পারলেও অনুমিত হয় এগুলির সংকলন কাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

বোধিসত্ত্ব একবার ঔষধকুমার নামে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মের সময়ই তিনি অতি মানবিক জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হন। বর্তমান চিত্রকথা উপহার দিচ্ছে ঔষধকুমার সম্পর্কে ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'বুদ্ধির লড়াই' চিত্রকথাটির (নং৩৪২) পরবর্তী কিছু কাহিনী, যেগুলির সংঘটন-স্থান মিথিলার রাজ দরবার।

BNG

অমূল্য রতন

বোধিসত্ত্ব একবার ঔষধকুমার রূপে (নামে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

জন্মের সময় তাঁর হাতের মুঠোয় এক অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন ভেষজ পাওয়া যায়। সেই জন্য তাঁর নাম হয় ঔষধকুমার।

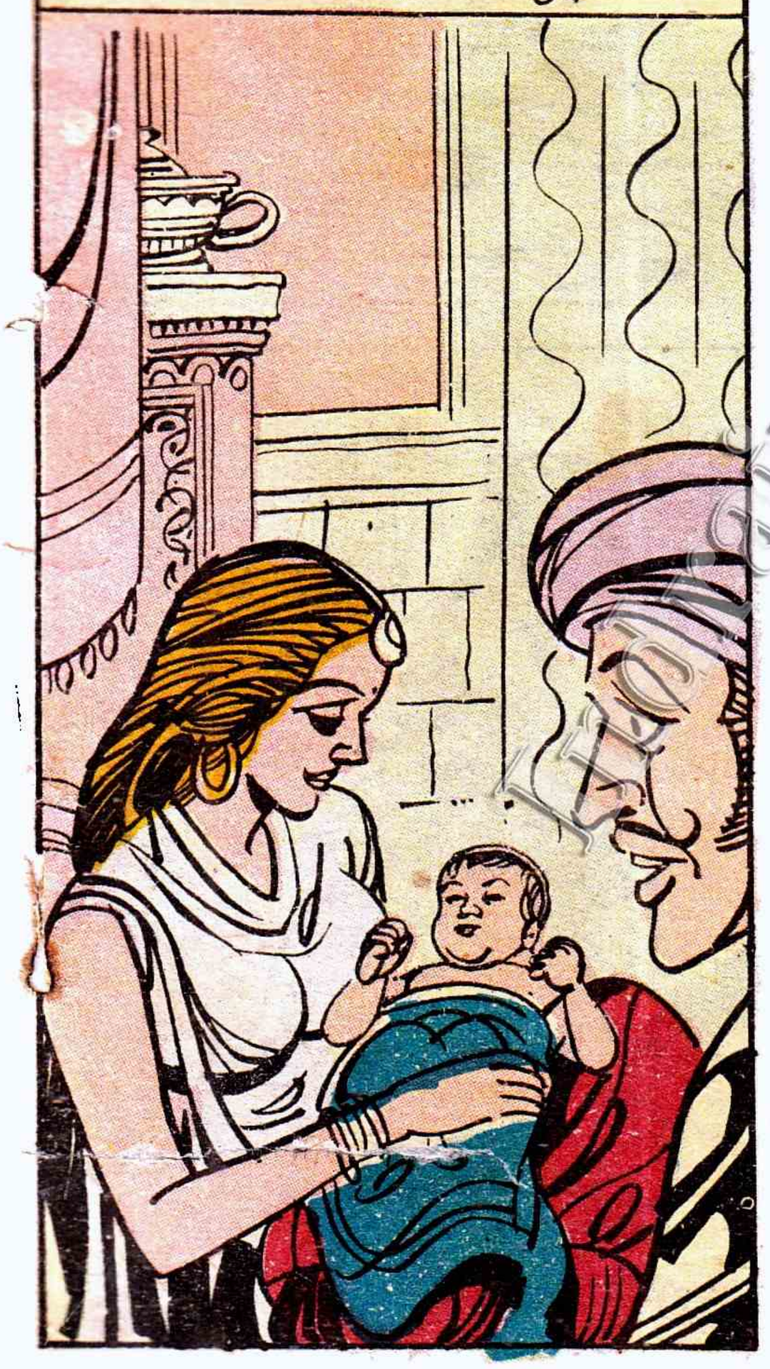

ঔষধকুমারের জন্মের এক বৎসর পূর্বে মিথিলার রাজা বৈদেহ একটি স্বপ্ন দেখেন, তাতে এক মহাজ্ঞানীর শুভ আগমন বার্তা নিহিত ছিল।

আট বছর বাদে বৈদেহ যখন বুঝলেন ঔষধকুমারই হচ্ছে সেই মহৎ প্রাণ, তখন তাকে দত্তক নিয়ে মিথিলায় আনলেন।

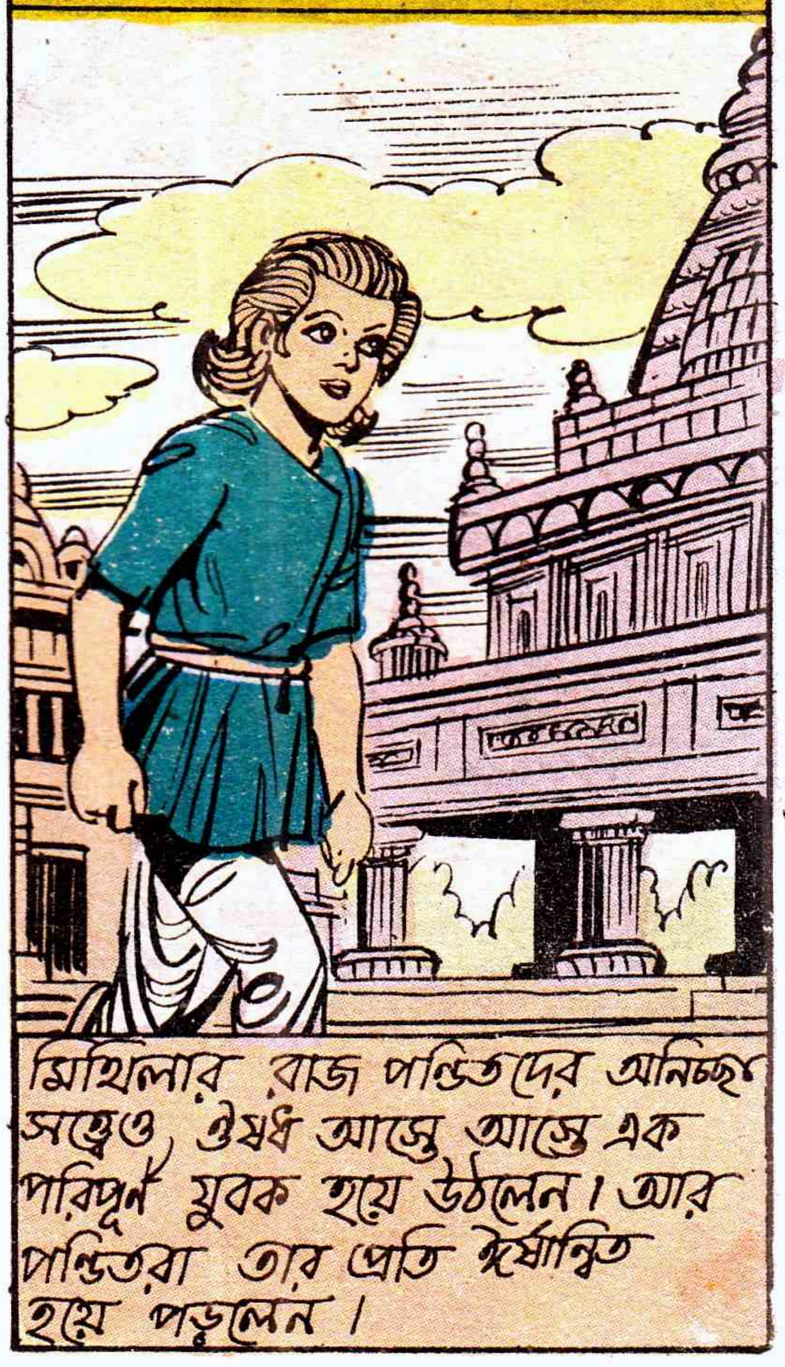

মিথিলার রাজ পন্ডিতদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ঔষধ আস্তে আস্তে এক পরিপূর্ণ যুবক হয়ে উঠলেন। আর পন্ডিতরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন।

একদিন সকালে –

এই ! ওটা কি ?

কোথায় ?

ওই তো ওখানে। মনে হচ্ছে কোন মূল্যবান মনি

তুমি তুলে নিয়ে এসো না ?

আমি আর নিশ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারছিনা।

এখানে জল খুব গভীর। জোরে নিশ্বাস নিয়ে আর একবার চেষ্টা করি।

বহুবার চেষ্টার পর —

না আমি ওখানে যেতে পারবো না।

তাহলে চলো আমরা রাজাকে খবর দিই।

বৈদেহ যখন জলাশয়ের ধারে পৌঁছুলেন —

মহারাজ, ওই যে পাথরটা।

হ্যাঁ, আমি দেখেছি।

কেউ ওখানে যেতে পারবেনা। আমার বন্ধু দেশের সেবা সাঁতারু, কিন্তু...

ওই মহামূল্যবান মনিটা উদ্ধার করতেই হবে।

... সে পর্যন্ত পারলো না।

প্রধানমন্ত্রী সেনক বুঝলেন যে মহারাজ বৈদেহ ওই মণিটার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন—

ওটা যদি এনে দিতে পারি, মহারাজ ঔষধ-কুমারের থেকে আমার ওপর বেশী আস্থা রাখবেন।

বৈদেহ ঔষধকুমারকে কিছু বলার আগেই—

মহারাজ আমি এক্ষুণি মণিটা উদ্ধার করে দিচ্ছি।

ঠিক আছে, সেনক।

তোমরা এসো, পুকুরের জল সব তুলে ফেলা যাক।

দাঁড়াও! ওইভাবে কিন্তু...

কাজটার দায়িত্ব আমার, তুমি এর মধ্যে মাথা গলিও না।

আশ্চর্য ! মণিটা উধাও!
হুম...ম্। তাহলে পুকুরটা আবার ভরে ঠিক করে দাও।
কিছুক্ষণের মধ্যেই পুকুরটা আবার জলে ভরে দেওয়া হল। কিন্তু আশ্চর্য! মণিটা আগের মতই রয়েছে।
সেনক, ওটা ওখানে গেল কি করে?

মনিটা পুকুরে নেই

তাহলে ওটা ওখানে দেখা যাচ্ছে কি করে?

আমাকে একটা থালা এনে দাও, তারপর বুঝিয়ে দিচ্ছি।

একটা থালা আনা হলো। ঔষধ সেটি জলে ভর্তি করে তুলে ধরলেন।

মহারাজ, এই থালার মধ্যে যে মনিটা দেখছেন...

...তা হচ্ছে একটা প্রতিচ্ছবি মাত্র। আসল মনিটা ওই তাল গাছে কাকের বাসায় আছে।

কা ! কা !

ঔষধকুমার রাজাকে ওই অমূল্য মনিটা উপহার দিলেন।

সাবাস, ঔষধকুমার !

সেই সময় পিঙ্গুতার নামে এক যুবক তার শিক্ষা শেষ করে গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল, তখন—

দাঁড়াও বৎস। আমাদের জীবনধারা অনুসারে তোমাকে আমার বিবাহযোগ্যা কন্যাকে বিবাহ করতে হবে।

কিন্তু...আমি...

যুবক, এই ধারাই আজ আমাদের এই পথে চালাচ্ছে।

যে কোনো মূল্যে আমাদের এই ধারাকে রক্ষা করা উচিত।

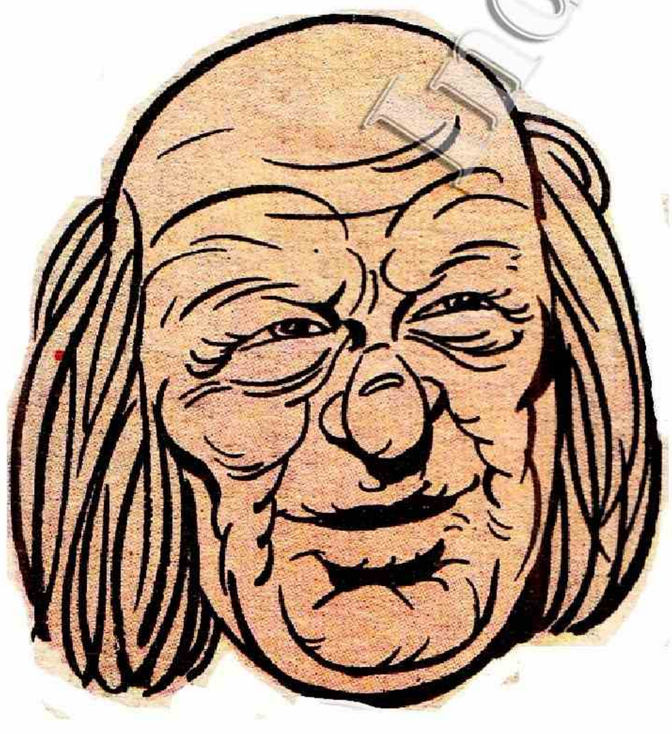

সে কত সুন্দর, কিন্তু আমি কি সাধারণ।

আর তার বুদ্ধি আমার চেয়ে অনেক বেশী।

সবসময়ই আমার নিজেকে ওর থেকে ছোট বলে মনে হবে। যেভাবেই হোক ওর থেকে মুক্তি পেতে চাই।

তখনই তারা একটা গুলর গাছের কাছে এসে পড়লো। হঠাৎ পিঙ্কুতারও খুব ক্ষুধার্ত বোধ করলো।

আমি কিছু গুলর খাবো।

সে গাছে উঠে গুলর খেতে শুরু করলো।

এই, আমার জন্য কয়েকটা পেড়ে দাও।
তুমি নিজে উঠে পারো
বাধ্য হয়েই তাকে কষ্ট করে উঠতে হলো।
যে মুহূর্তে সে উঠলো, পিণ্ডুত্তার নেমে এলো..
... তাড়াতাড়ি যে কটা কাঁটা গাছ পারলো, কুড়ালো..
... তারপর সেগুলোকে গাছের গোড়ার চারদিকে রেখে দিল।
এই তুমি কি করছো?
তোমার হাত থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করছি। তোমার বাবা আমায় তোমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করছে।

আমি চললাম। তুমি নামার চেষ্টা করলে তোমার কাঁটা ফুটবে।
স্ত্রীলোকটি অসহায় অবস্থায় গাছের ওপর আ
পড়লো।
কিছুদিন পরে—
ওই স্ত্রীলোকটি গাছের ওপর কি করছে?
আমি দেখছি, মহারাজ।
যখন স্ত্রীলোকটি তার কাহিনী শোনালো—
লোকটির নিশ্চয়ই মতিভ্রম হয়েছিল। না হলে কেউ এমন অসাধারণ সুন্দরী স্ত্রীকে ত্যাগ করে।
আমরা একে এখন কি করব?
অসহায়কে রক্ষা করাই রাজার ধর্ম।

মন্ত্রীদের পরামর্শ মত বৈদেহ তাঁকে তার প্রাসাদে নিয়ে এলেন।

ওই বিপদের মুহূর্তেও উনি কত স্থির ছিলেন। উনি নিঃসন্দেহে রানী হবার যোগ্য।

জ্ঞানী লোকেরা বলে স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত নারী আবার বিবাহ করতে পারে। তুমি কি আমায় বিবাহ করবে?

আনন্দের সঙ্গে মহারাজ!

এবং একটি শুভদিনে বৈদেহ তাকে বিয়ে করলেন।

তুমি এখন এক নতুন জীবন শুরু করছো তাই তোমায় আমি একটা নতুন নাম দেবো।

যেহেতু তোমাকে আমি ওদুংবর* গাছে পেয়েছি তাই তোমার নাম দিলাম ওদুংবরা দেবী।

রাজা বৈদেহ ও রানী উদুংবরা দেবী কিছুকাল বেশ সুখে দিন কাটালেন।
তারপর, একদিন—
সেই লোকটা? ওকে দেখতে ঠিক...
হ্যাঁ, সে-ই-তো। ইস, কি সৌভাগ্য আমার।
রানী হঠাৎ হাসলেন। রাজা তাঁকে ওভাবে হাসতে দেখে রেগে গেলেন।
কোন সাহসে তুমি একজন অপরিচিত লোককে দেখে হাসলে?
এই সেই লোক যে আমায় ফেলে চলে গিয়েছিল।

তার মানে তার প্রতি এখনও তোমার দুর্বলতা আছে।

বিশ্বাস করো তা কখনই না!

তুমি মিথ্যা বলছ! আমি তোমার শিরচ্ছেদ করবো।

আমি নিরপরাধ।

তোমার সভাসদ্‌রাই এর স্বপক্ষে বলবে।

আমি যদি রাজার পক্ষে বলি তাহলে উনি খুশী হবেন।

সেনক, তুমি কি মনে করো?

মহারাজ, নারী মাত্রেই চঞ্চলমতি হয়।

ঔষধ, তোমার কি মনে হয়?

মহারাজ, আমি রানীমাকে বিশ্বাস করি।

তাই যখন ঐ লোকটার দুরবস্থা দেখলাম তখন নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবে খুশী না হয়ে পারলাম না। আর সেই জন্যই আমি হেসে-ছিলাম।

...যদি তাঁর স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ না করতো, তাহলে আজ তাঁকে এক দুঃসহ জীবন যাপন করতে হত

একজন ভদ্র রমণী হয়ে উনি কখনই তাঁর স্বামীকে ছেড়ে আসতেন না। এবং...

ধন্যবাদ ঔষধ। তুমি না থাকলে নারীদের মধ্যে এমন রত্নটি হারাতাম।

যখন কথাগুলোর সত্যতা বিচার করা হলো রাজা সন্তুষ্ট হলেন।

তদ্দিনে রাজা বুঝতে পেরেছেন যে সেনক এবং অন্যান্য পণ্ডিতরা ঔষধকুমারের প্রতি ঈর্ষান্বিত। তাই ঔষধের জ্ঞান প্রমাণ করার জন্য তিনি তাঁদের সামনে একটা ধাঁধা রাখলেন।

আমি জানতে চাই কে বড়, একজন ধনী অথচ বোকা, না যে গরীব অথচ বুদ্ধিমান।

নিঃসন্দেহে যে ধনী সেই বড়।

কেন?

কারণ – যে গরীব, বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও তাকে ধনীর সেবা করতে হয়।

ঔষধ তোমার কি বলার আছে?

মহারাজ, বুদ্ধিমান লোকটিই বড়।

কেন?

কেননা, বোকারা ভাবে ধনদৌলতই সব কিছু তাই পাপ করে। কিন্তু বুদ্ধিমানেরা তা ভাবে না সেইজন্যই তারা পুন্যবান।

কিন্তু, বোকা হলেও যে ধনী সে ভালভাবে থাকে। আর সবাইকে কাজে লাগায়...

... এমনকি বুদ্ধিমানদেরও যারা গরীব।

কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়। কেননা নির্বোধ ধনীদের বুদ্ধিমান পরামর্শ-দাতাকে কাজে লাগাবার বুদ্ধি নেই।

এবং কিছুদিনের মধ্যেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাদের ছেড়ে চলে যায়। সেজন্যই একজন নির্বোধ ধনীর চেয়ে একজন গরীব অথচ বুদ্ধিমান মানুষই বড়।
মহারাজ, ঔর্ষধ বোকার মত তর্ক করছে।
আমাদের দেখুন, আমরা পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও আপনার সামনে মাথা নীচু করছি। এর থেকে কি আমার কথাটা প্রমানিত হয় না।
বিপরীত দিক থেকে দেখলে!
রাজারা বুদ্ধিমান সভাষদ ছাড়া চলতে পারেন না সেহেতু বুদ্ধিমানরাই বড়।
সেনক সে যুক্তি খণ্ডন করতে পারলেন না।
ঔর্ষধ, তোমার যুক্তি অকাট্য। পুরস্কারস্বরূপ তোমার ষোলোটা গ্রাম প্রাপ্য।
আমি এর জন্য কৃতজ্ঞ, মহারাজ।

ঔষধকুমারের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধিতে রানী ওদুংবরা দেবী খুশী হয়েছিলেন।

এবার তোমার বিয়ে করা উচিত। আমি কি তোমার জন্য একটা মেয়ে খুঁজবো?

না রানীমা, আমিই খুজে নেবো।

তারপর তিনি অমরা দেবী নামে এক অসাধারণ বুদ্ধিমতী অথচ গরীব মেয়েকে বিয়ে করলেন।

তোমরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে চিরদিন থাকো। তোমাদের দেখে আমি খুশী।

ওর পছন্দে ওঁরা খুশী। এবার ওর মর্যাদা আরও বাড়বে আর আমাদের কমবে।

চিন্তা কোরো না ওর স্ত্রীকে দিয়েই ওর সম্মান হানি করাবো।

কিছুদিন পরে একদিন রাজা যখন শুতে গেলেন।

আমি এবার মহারাজের মুকুট থেকে মনিটা নিয়ে ঔষধের বাড়িতে রেখে আসব।

এবার নকল মানিটা ওটার জায়গায় বসিয়ে দিই।

হা! হা! এবার পরের কাজ।

আহ্! কি বুদ্ধি আমার!

আহ্ কি সুন্দর! তোমায় এই দইয়ের ভাঁড়ে ফেলতে কষ্ট হচ্ছে।

তারপর সেনক তার চাকরানীকে ডাকলেন।

এটা নিয়ে ওষুধের বাড়ির কাছে বিক্রির চেষ্টা করো।

তবে ঔষধের স্ত্রীকে ছাড়া আর কাউকে বিক্রী করো না।

ঠিক আছে, প্রভু।

অল্পক্ষণেই মেয়েটি ঔষধকুমারের বাড়ির কাছে পৌঁছুলো।

দই চাই! মিষ্টি দই!

ওহে! দেখি তোমার দই কেমন?

মেয়েটি স্ত্রীলোকটির কথায় কর্ণপাত করলো না।

এই আমি কিছুটা দই কিনবো।

দই চাই! মিষ্টি দই!

তুমি কি দই বিক্রী করতে চাও, না চাও না?

আশ্চর্য! যদি বিক্রীই না করবে, তবে ও হাঁকছে কেন?

দই চাই! টাটকা দই!

ওহে, তুমি কি তোমার দইটা বিক্রী করতে চাও?

হ্যাঁ, মা।

কত টাকা লাগবে তোমার?

কিছু চাই না।

কিন্তু তোমার উচিত কিছু পয়সা নেওয়া

আপনি মহামান্য পণ্ডিত ওষুধ-কুমারের স্ত্রী। আপনার কাছ থেকে কিছু চাই না।

মেয়েটি অমরা দেবীকে বিনেপয়সায় দইটা নিতে বাধ্য করল।

ও কেন আমায় দইটা বিনে পয়সায় দিল?

তাড়াতাড়ি ওই মেয়েটির পেছনে যাও। তারপর আমায় এসে বলো ও কোথায় গেল।

ইতিমধ্যে রাজপ্রাসাদে–

আমার মুকুটের মণি কোথায়? তোমাদের সকলের গর্দান নেবো।

আজ্ঞে মহারাজ কিন্তু ...

... মনে হচ্ছে এটা কোন বাইরের লোকের কাজ।

রাজপ্রাসাদের এইদিকে কোন বাইরের লোককে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

ঢুকতে দেওয়া হয় মহারাজ! কেননা আমরা আর...

আর কে?

আর ঔষধকুমার।

তুমি কি বলতে চাইছ?

মহারাজ আমি শুধু বলতে চাই যে, আপনি আমাদের বাড়ি তল্লাসী করার ব্যবস্থা করুন।

তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।

না মহারাজ না। আমি তাই করতে বলছি। কেননা আমরা সন্দেহ-ভাজন হতে চাই না।

ওই চারজন পণ্ডিতের বাড়ি তল্লাসী চালিয়ে স্বাভাবিকভাবেই কিছু পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে অমরা দেবী যে মেয়েটিকে পাঠিয়েছিলেন সে ফিরে এলো।

ওই মেয়েটি পণ্ডিত সেনকের বাড়ি গেল।

ঠক্! ঠক্! ঠক্!

সেনকই নিশ্চয় এই দইয়ের ভাঁড়টা পাঠিয়েছে। কিন্তু কেন?

কে? কে?

দরজা খোল। আমরা রাজার সৈন্য!

কয়েক ঘন্টা পরে—

মহারাজ আমরা মণিটা পেয়েছি। ঔষধকুমারের ঘরে একটা দইয়ের ভাঁড়ে ওটা ছিল।

চালাক বটে!

বেদেহ খুব দুঃখ পেলেন, ঠিক তখনই।

মহারাজ পণ্ডিত ঔষধ-কুমার আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

আমি ওর মুখও দেখতে চাই না।

যেহেতু রাজা তাঁর কোন কথা শুনতে চাইলেন না, ঔষধ ঠিক করলেন রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন।

আমি কোনো গ্রামে অজ্ঞাতবাসে থাকব।

তিনি বহুদূরের একটি গ্রামে গেলেন যেখানে কেউ তাঁকে চিনবে না।

খুড়ো তোমার কোনও সাহায্যকারী লাগবে?

হ্যাঁ বাছা, হলে ভালো হয়।

তখন থেকে ঔষধকুমার কুমোরের সাহায্যকারীর কাজ করতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে, যখন বৈদেহ কিছুটা শান্ত হলেন—

তুমি ঔষধকে কিছু বলার সুযোগই দিলে না।

মনিটা যে ওর বাড়িতেই পাওয়া গিয়েছিল।

কিন্তু দোষীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া উচিত।

তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এখন তাই করব।

রাজার কয়েকজন লোক ঔষধকুমারকে খুঁজে বার করে রাজসভায় নিয়ে এলো।

তোমার বাড়ি থেকেই তো মনিটা উদ্ধার করা হয়েছিল, তোমার কি বলার আছে এ ব্যাপারে?

আমার স্ত্রী বলতে পারবে।

amarchitrakatha.com

যখন অমরা দেবীকে রাজসভায় নিয়ে আসা হল—

মহারাজ, মণিটা এই পাত্রটায় আমাদের বাড়িতে এসেছিল।

ওই পাত্রটা তোমাদের বাড়িতে কে এনেছিল?

একজন দইওয়ালী। আমি তাকে এখানে হাজির করতে পারি।

সখীরা, ওকে ভেতরে নিয়ে এসো।

এই স্ত্রীলোকটিই দইয়ের পাত্রে মণিটাকে লুকিয়ে এনেছিল।

মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন। পণ্ডিত সেনক আমায় পাত্রটা দিয়েছিলেন।

সেনক, তুমি?

আ.. আ.. দয়া করে আমায় ক্ষমা করুন মহারাজ।

কখনই না। এর উপযুক্ত শাস্তি তুমি পাবে।

মহানুভব ঔষধকুমার আবার এগিয়ে এলেন সনককে বাঁচাতে।

মহারাজ, ওকে ক্ষমা করুন। এটা সামান্য কৌতুক মাত্র।

ঔষধ! তুমি সত্যিই মহান!

আমি তোমায় সেনাপতির পদে নিযুক্ত করলাম।

আমি ধন্য হলাম মহারাজ!

বিমর্ষভাবে সনক রাজসভা ছেড়ে গেলেন।

আমি যা-ই করি তা উল্টে আমার ঘাড়ে এসে পড়ে আর ঔষধকুমারের খ্যাতি বাড়ে।

কিন্তু সনক খুব তাড়াতাড়িই সব হতাশা কাটিয়ে উঠে তাঁর চাল বদলালেন।

পন্ডিত ঔষধকুমার বলো তো মানুষের প্রথমে কোন জিনিস পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত?

সম্পদ।

তারপর?

সত্য।

আর তারপর?

মন্ত্র।

আর তারপর?

কথা গোপন রাখার ক্ষমতা।

সবার কাছ থেকে!

হ্যাঁ। গোপন কথা কারো কাছেই প্রকাশ করা উচিত নয়।

এবার তোমায় পেয়েছি, ঔষধকুমার।

মহারাজ, মনে হচ্ছে ঔষধকুমারের কোন বদ মতলব আছে।

সেনক, তুমি ঘাবড়িও না। এখন তো সভায় তোমার স্থান নিরাপদ।

আমি আপনার জন্যই ভয় পাচ্ছি, আমার জন্য নয়।

আমার জন্য? কেন?

কারন আমার মনে হয় ঔষধের কাছে এমন সব গুপ্ত তথ্য আছে যা সে কারো কাছেই প্রকাশ করে না।

আমি বিশ্বাস করিনা।

পরদিন রাজসভায়—

পণ্ডিত ঔষধকুমার, কার কাছে তুমি তোমার গোপন কথা বলবে?

কাউকে না।

মহারাজকেও নয়?

হ্যাঁ, মহারাজের সঙ্গেও নয়।

রাজসভা শেষ হবার পর—

আমার সেনাধ্যক্ষ আমার সঙ্গে গোপনীয়তা রক্ষা করছে। এটা খুবই চিন্তার বিষয়!

ঘাবড়াবেন না, মহারাজ আমি সব ব্যবস্থা করছি।

ইতিমধ্যে ঔষধকুমার যখন বাড়ি ফিরছেন—

আমি রাজাকে আগে কখনও এমন বিচলিত দেখিনি।

এবার নিশ্চয়ই সেনকের কোন গভীর দুরভিসন্ধি আছে।

ঔষধকুমার জানতো যে সেনক আর বাকি তিন পণ্ডিত শস্য বাজারের এক কোনায় রোজ মিলিত হত।

ওঁরা কি করতে চাইছেন আমাকে বার করতে হবে।

তিনি একগাদা শস্যের মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষনের মধ্যেই পন্ডিতরা এসে গেলেন।

আমি একটা গোপন ফন্দি বার করেছি। আমরা ওষধকে খুন করাবো।

রাজা কি তোমাদের এই কাজ সমর্থন করবেন?

হ্যাঁ করবেন, আমি তাঁকে বুঝিয়েছি, যে ওষধ তাঁর সিংহাসন পাবার চেষ্টায় আছে।

এই অবস্থায় খুব তাড়াতাড়ি কিছু করতে হবে।

ওষধকুমার সৈন্যদের নিয়ে রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেললেন।

দেখবে, কেউ যেন পালাতে না পারে।

সমস্ত শহরের দখল নিয়ে ওষধকুমার রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

জয়! মহারাজ বৈদেহর জয়!

তুমি ভণ্ড! আমার ক্ষতিই যখন করতে চাও, আমার জয়গান করছ কেন?

মহারাজ, আপনার ক্ষতি করার ইচ্ছেই আমার নেই। আমি শুধু আপনাকে কয়েকটা কথা জানাতে চাই।

কি কথা?

পন্ডিত সেনক চেয়েছিলেন আমায় খুন করাতে।

?!

আর সেইজন্যে আপনার সমর্থন পাবার জন্য আমার বিরুদ্ধে আপনাকে বিষিয়ে তুলছিলেন।

সেনক, আপনি কি ভাবছেন যে কেমন করে আমি আপনার গুপ্ত কথা জানলাম?

আপনি অন্যকে সে কথা বলতে গিয়ে নিজেই আমার কাছে প্রকাশ করেছেন।

এখন নিশ্চয়ই আপনি মানবেন যে গুপ্ত কথা কাউকে বলা উচিত না। কারন...

... যে মুহূর্তে সেটা কাউকে বলা হয় সেটা আর গুপ্ত থাকে না।

আর মহারাজ, আমি যে আপনার প্রতি চিরদিন বিশ্বস্ত থাকবো এটা প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু আপনি তো আমার প্রতি অনেক সহানুভূতিও দেখিয়েছেন।

আমি তোমার প্রতি রূঢ় হওয়া সত্ত্বেও?

যে গাছের তলায় আশ্রয় নাও তার একটি ডালও ভাঙা উচিত নয়...

... কারন তখন সেটা তোমার বন্ধু আর...

... বন্ধুর ক্ষতি করা মহাপাপ।

এদের কৃত পাপকর্মের শাস্তি স্বরূপ, এরা তোমার দাস হয়ে থাকবে।

আর আমি স্বপ্নেও আপনার ক্ষতি করার কথা ভাবতে পারিনা, মহারাজ।

ওষুধ আমি খুবই দুঃখিত যে আমি সেনক আর তার সাকরেদদের এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলাম।

মহারাজ, হিংসা এদের অন্ধ করে দিয়েছিল। আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এদের দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে চাই।

হে মহান ওষুধকুমার, আমাদের ক্ষমা করুন। আপনি সত্যিই মহৎ এবং জ্ঞানী।

AMAR CHITRA KATHA

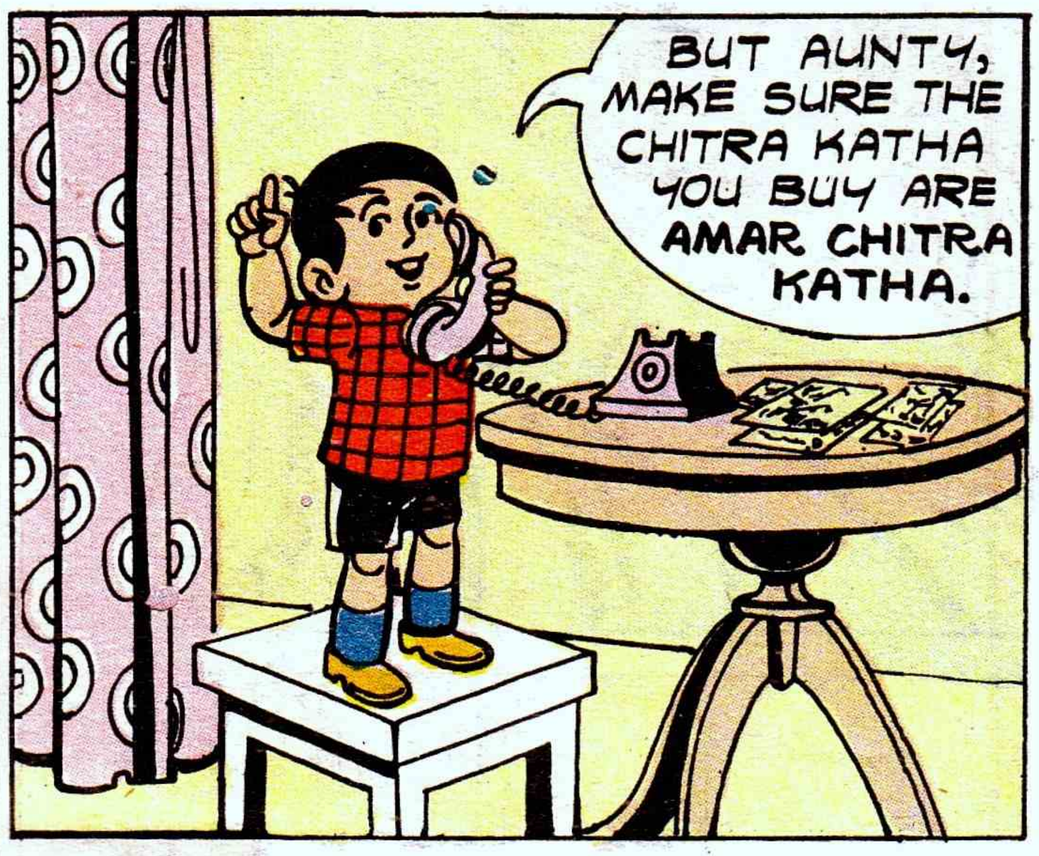

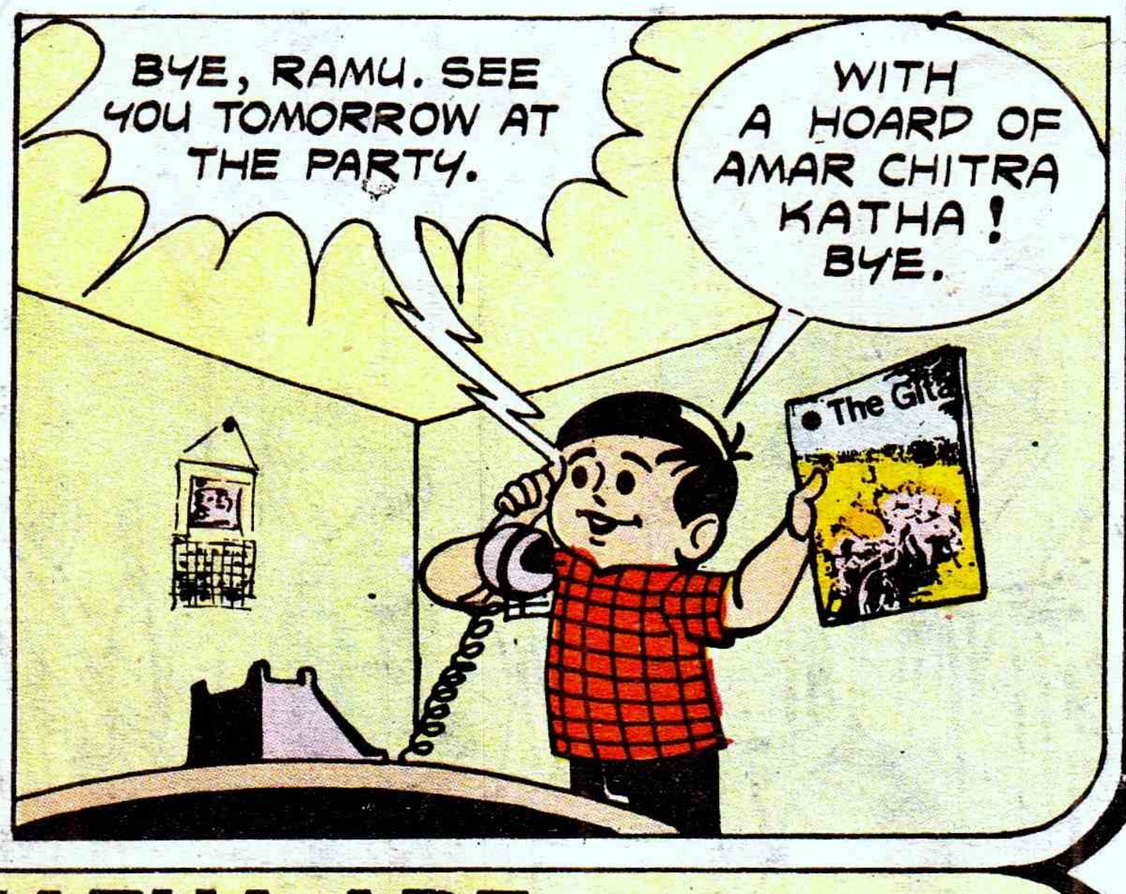

AMAR CHITRA KATHA ARE BROUGHT OUT BY PEOPLE

- who care for children
- who screen each word and each picture as they have a lasting impact on impressionable minds.
- for whom Chitra Katha is more a vehicle of education than a business.

Published by:
IBH PUBLISHERS PVT. LTD. Bombay 400 026

Distributed by:
INDIA BOOK HOUSE

IBH

অমর চিত্র কথা

তোমাদের মনের মতো রঙীন বই

অমর চিত্রকথা

প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুবঅষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহীর
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোক্রা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

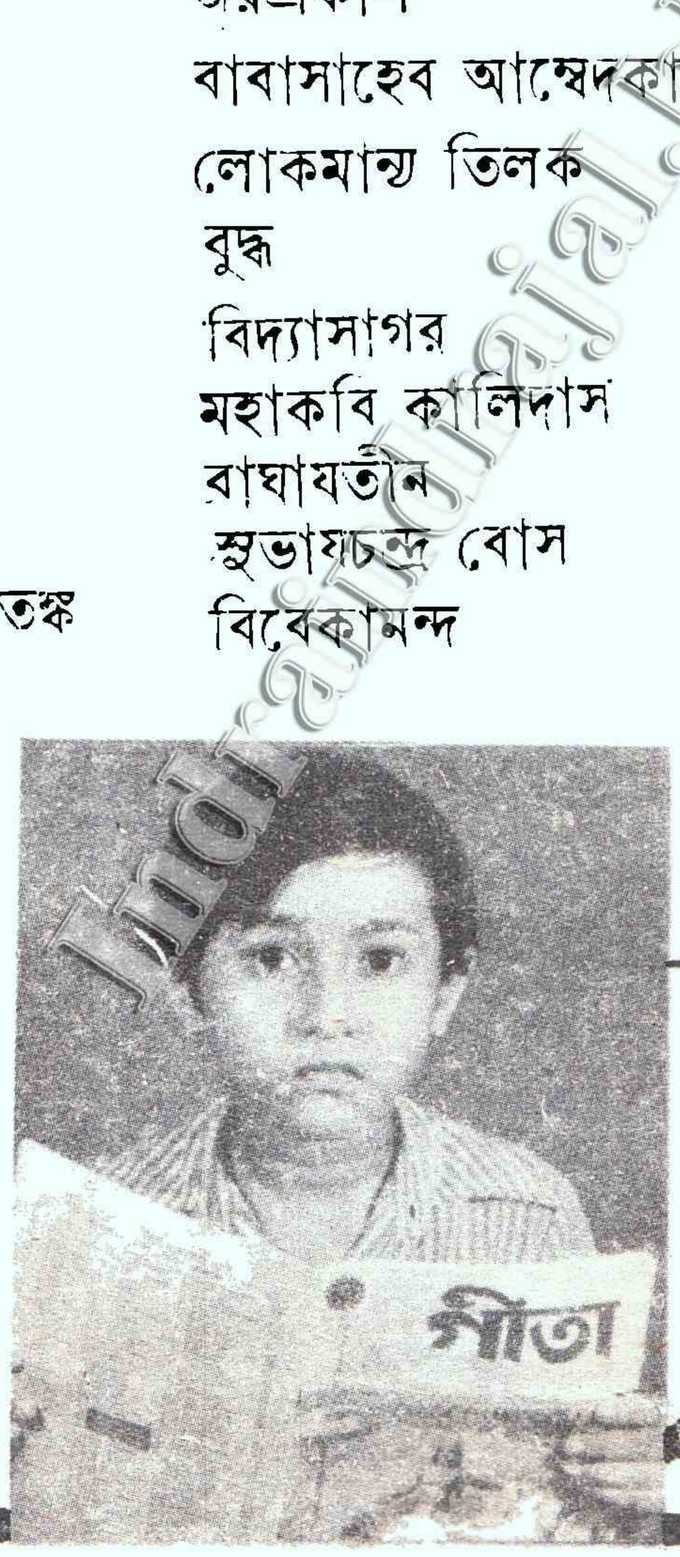

প্রতিখণ্ড 4.00 টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay

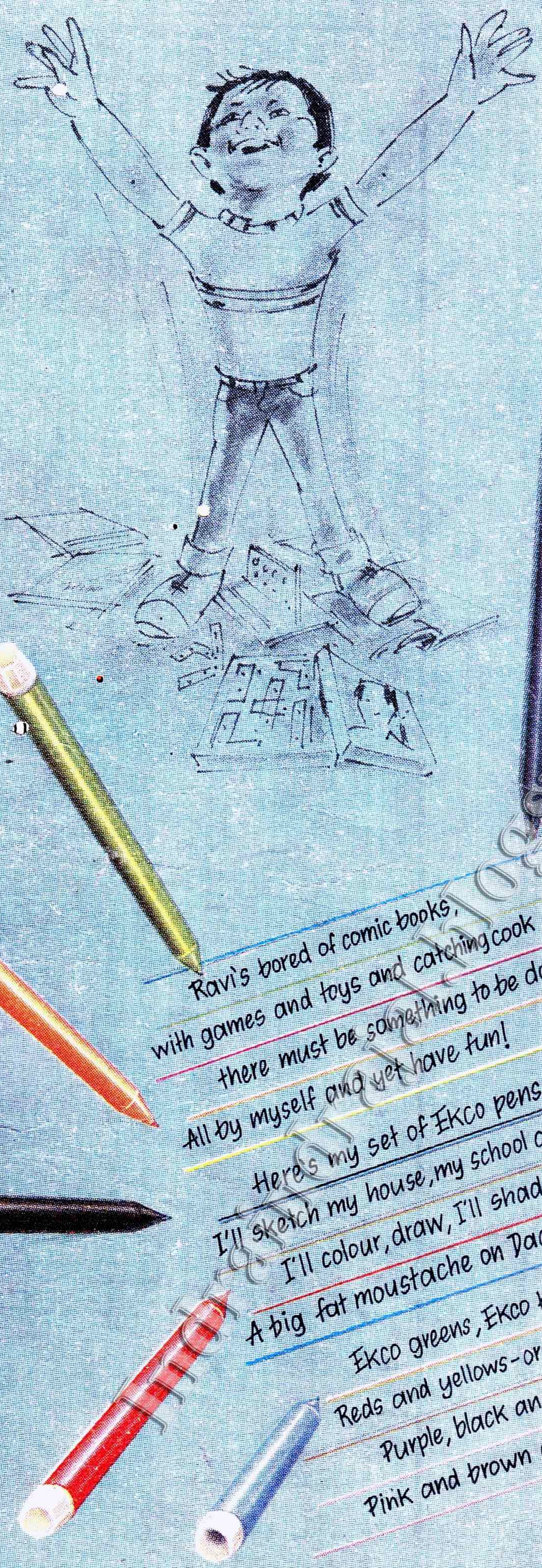

EKCO®
SKETCH PENS **Fun to colour! Fun to sketch!**

Precision Writing Points Pvt. Ltd., 18, Subhash Road, Vile Parle (East), Bombay 400 057
6040305. 6043556

Trikaya-E-28